রূপলেখা পিকচার্সের
আদর্শ

রূপ লেখা পিক্‌চার্সের নিবেদন—

আবর্ত

পরিচালনা—"বিশ্বকর্ম্মা"।

কাহিনী, সংলাপ ও গীতি রচনায়
শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য্য

আলোকচিত্রে — শ্রীমুরারী ঘোষ।
শব্দধর — শ্রীসত্যেন ঘোষ।
সম্পাদনে — শ্রীরবীন দাস।
রসায়নাগারে — শ্রীধীরেণ দাশগুপ্ত।

সঙ্গীত পরিচালনায়—
শ্রীকালীপদ সেন।

শিল্পনির্দ্দেশনায়—শ্রীসত্যেন রায় চৌধুরী
ব্যবস্থাপনায় —শ্রীলালমোহন রায়।
রূপ সজ্জাকর — রামু।
স্থির চিত্রে —শ্রীসত্য সান্যাল।
আলোকসম্পাতে-শ্রীপ্রমোদ সরকার।

কর্ম্মাধ্যক্ষ — শ্রীকৃষ্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী
প্রচার সচিব— শ্রীনিগমানন্দ

— সহকারীগণ —

পরিচালনায়—দিলীপ দে চৌধুরী, দিগেণ চ্যাটার্জ্জি, রমা চক্রবর্ত্তী ও গোপাল চক্রবর্ত্তী

আলোক চিত্রে—বিমল চৌধুরী, অনিল ঘোষ।

শব্দে—সুশীল বিশ্বাস। সম্পাদনায়—গোবর্দ্ধন অধিকারী।

রসায়নাগারে—শম্ভু সাহা, এস, কে, মাজু, সামান্ত রায়, অমূল্য দাস, ননী চট্টোঃ।

শিল্প নির্দ্দেশনায়—গৌর পোদ্দার, হীরেণ লাহিড়ী।

ব্যবস্থাপনায়—খগেন চক্রবর্ত্তী,। রূপ সজ্জায়—রাধিকা চন্দ।

ঃ ভূমিকায় ঃ

মনোরঞ্জন ভট্টাঃ, সন্তোষ সিংহ, সুজিত চক্রবর্ত্তী, শম্ভু মিত্র, বীরেন মিত্র, ৺অমর রায়চৌধুরী, কালী গুহ, স্বপন কুমার, সত্যেন সান্যাল, চন্দ্রশেখর, ননী মজুমদার, মানিক মুখার্জ্জী, দ্বিজেন সেন, বেনী গুপ্ত, রেনুকা রায়, মীরা মিশ্র, অপর্ণা দেবী আরও অনেকে।

পরিবেশক—ওরিয়েন্টাল ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত।

আবর্ত (কাহিনী)

কলিকাতার একটি ব্যাঙ্কে, টাকা তুলতে গিয়ে রায়পুরের জমিদার মহেশ চৌধুরীর মেয়ে চিত্রার দেখা হয় তার কলেজের পুরাণো বন্ধু অসীমার সঙ্গে। অসীমা ওকে ধরে নিয়ে যায় তার ফ্লাটে— কতদিন পরে দেখা— দু'জনে যেন ফিরে পায় সেই কলেজে পড়া পুরাণো দিন গুলি।

ছোট্ট একটু আঘাতে চিত্রা বলে যায় ছ'বছর পূর্ব্বের তার বিয়ের রাতের একটী সকরুণ কাহিনী। ব্যথা পায় অসীমা চিত্রার ব্যর্থ জীবনের সে ইতিহাস শুনে, তাই সে চাইলে তাকে তাদের কাজে। নিমন্ত্রণ করলে কর্ম্মী সংসদের বাৎসরিক উৎসবে—যেখানে এলে সে পরিচয় করিয়ে দেবে, সংসদের প্রতিষ্ঠাতা বলিষ্ঠ কর্ম্মী রজতদা' অর্থাৎ রজত মৈত্রের সঙ্গে।

—রজত মৈত্র—ছ'বছর আগেকার ভুলেযাওয়া স্মৃতি আবার চিত্রাকে করে বিচলিত। কিন্তু না—বিদায় নেয় সে অসীমার কাছে—জানিয়ে যায় তাদের ঐ রজত মৈত্রের সঙ্গেই তার বিয়ে হ'তে গিয়েও হয়নি—ছোটে হাওড়া ষ্টেশনে,—ফিরতে হবে রুগ্ন পিতা ও ভাইয়ের পাশে।

হাওড়া ষ্টেশনে চলতি ট্রেনে উঠ্‌তেই গুণ্ডা কর্ত্তৃক আক্রান্তা চিত্রা সেই কামরারই আরোহী একটি সৌম্য শান্ত সুন্দর যুবকের সাহায্যে বিপন্মুক্তা হয়ে জানায় তার অন্তরের নীরব কৃতজ্ঞতা। কিন্তু আশ্চর্য্য হয় তাদেরই গ্রামের ষ্টেশন রায়পুরে নাম্‌তে দেখে তার ত্রানকর্ত্তাকে। পরিচয় পেল—রজতের বন্ধু। চিত্রার বুক কেন যেন কেঁপে ওঠে।

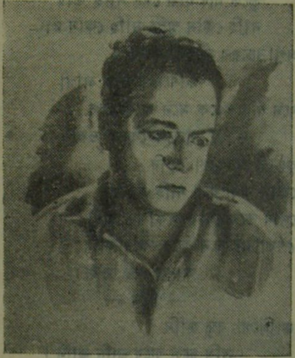

— রজত মৈত্র,—রায়পুরের জমিদার-দের প্রতিদ্বন্দী জমিদার- রাজনৈতিক অপরাধে আটক বন্দী থেকে দীর্ঘ ছ'বছর পরে সরকারের কয়েদখানার বাইরে এসে রায়পুরে ফিরেই তার আবেদন জানায় চিত্রার দাদা সলিলের কাছে—বংশ পরম্পরায় চলে আসা পুরাণো বিবাদের জের মিটিয়ে ফেল্‌তে, প্রয়োজন হলে' তার যা' কিছু সব নিয়েও। সলিল মত চায় চিত্রার, অভিমানিনী চিত্রার মন বিদ্রোহী হয়ে' ওঠে—কিন্তু রজতের সঙ্গে তার বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার সত্য ঘটনা জান্‌তে পেরে, দাদার সমস্ত প্রস্তাবেই দেয় সম্মতি।

সলিল আবার নূতন করে জেগে ওঠে অসুস্থ শরীরেও ছোটে রজতের কাছে, শেষ ভিক্ষা তার—প্রাণাধিক প্রিয় ভগ্নী চিত্রার ভাঙ্গা জীবনটাকে নূতন করে গড়ে' তোলবার সাহায্য করতে- রজতও দেয় সে ডাকে সাড়া কিন্তু অন্তরীক্ষ থেকে আবার হেসে উঠ্‌লো নিয়তি—তাই কোন অদৃশ্য শক্তি এবারেও সাধলো বাদ—যার ফলে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হ'ল সলিলকে আর সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা মহেশ বাবুকেও—চিত্রাকে সলিলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়ে। —রজত নিরাপদে আবার অজানার পথে তার পা' বাড়াল চিত্রার ছোট বোন মীনার-একটি রাতের স্মরণীয় অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে আর মীনা পেল দাদার শেষ অনুরোধ—"রজতকে বিয়ে করিস"—

—বাবার এবং দাদার মৃত্যুর স্মৃতি বুকে নিয়ে চিত্রা আর মীনা সংসারের জটিল আবর্তের পথে চল্‌লো এগিয়ে।

ঠিক সেই সময়েই ভারতের রাজনৈতিক আকাশে উঠ্‌লো এক প্রচণ্ড ঝড়।

—গান্ধীজী বল্‌লেন "ইংরেজ ভারত ছাড়"। তাঁর "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" বাণীতে প্রকম্পিত হ'ল আসমুদ্র-হিমাচল, -শোষণকারী ইংরেজ সরকার সইতে পারলেনা ভারতের সেদিনের সে গণ জাগরণ—চালালো অমানুষিক অত্যাচার—পুড়্‌লো কত সুখনীড় গ্রাম, —নগরী ; মরলো কত দেশের অগণিত নরনারী—গল্প নয় সত্য ইতিহাস।

—দুটী বোন চিত্রা আর মীনাও সেই প্রচণ্ড ঝড়ের আলোড়নের ঘাত প্রতিঘাতে চল্‌তে চল্‌তে মুখোমুখী হ'ল এক অজানা বিপর্যয়ের সাম্‌নে এবং কি হল তার শেষ পরিণতি রূপালী পর্দ্দাই দেবে তার সাক্ষ্য।

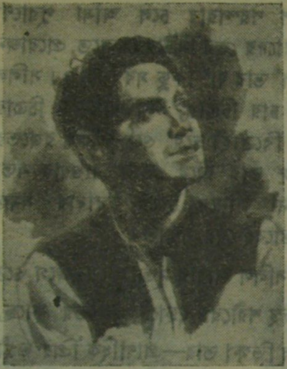

— এক —

বঁধুরে আমার সবাই দেখেছে
দেখিনিক' শুধু আমি।
পরশ শিহরে আঁখি ছিল মুদী
মন গিয়েছিল আমি।
অচেনা সে জন জানিনাতে কভু্কে,
বকুল কহিল সুরভির শ্বাসে,
আজিকে আসিবে সে ;
পরশ তাহার মলয় পাথায়
উড়ে লেগেছিল নামি।
পথ চাওয়া পথে চেয়েছিল আঁখি
সে পথে এলনা সে,
সহসা পিছনে দুই চোখ ধরি
বলিল বলতো কে ?
পুলক কম্প অঙ্গে মাখিয়া
চাহি যবে আঁখি মেলি।
দেখি মোর মালা গলায় পরিয়া
প্রিয়া যে গিয়াছে চলি ;
মালার সাথে মন নিয়ে গেছে
আমার জীবন স্বামী।

— দুই —

নীল সাগরের এপারের চাঁদ
বলে ওপারের শুকতারা,
আর যদি কভু দেখা নাহি হয় বিদায় বন্ধু বিদায়
সর্ব্বরী হল হারা।
আপনার মনে পথে যেতে যেতে
তোমাতে আমাতে দেখা
শুধু অকারণে মুখোমুখী বসি
হাতে হাত দিয়ে রাখা,
ভুলে যদি যাও খেদ নাহি তায়
নাহি কোন স্মৃতি নাহি কোন দাঃ
অপরিচয়ের কুহেলী মাঝারে
ক্ষণিকের ভাল·লাগা
মনে যদি থাকে মনে করে রেখ
পুলকে বেদনা ভরা।
কুণ্ঠার অবগুণ্ঠণ ভেদি
কোন কথা বলা নাহি হয় যদি
শোন তবে মোর অকথিত বাণী
শেফালির বনে করে কাণাকাণি
আকুল গন্ধ ভরা।

— তিন —

জানিগো বন্ধু জানি
তুমি চলে যাবে জানি জানি।
রজনী প্রভাত হবে এ ফুল ঝড়িয়া যাবে,
শুকাইবে মালাখানি।
তবু ভুলিতে পারিবে সেকি,—
পূর্ণিমা রাতে বাঁধিলে কাহার হাতে
তোমার হাতের রাখী।
মনের আড়ালে, মন নেওয়া দেওয়া
অনিমেখ চোখে, শুধু চেয়ে রওয়া
ব্যথা ছিল গানে, শিহরণ প্রাণে
আঁখি কোণে ছিল বাণী।
তুমি চলে যাবে সুদূরের পথ বাহী
বেদনা আমার রহিবে জাগিয়া
তোমার পরশ চাহি,
তাই চিরন্তনের বুকেতে লিখিনু
ক্ষণিকের ব্যথা ভরা লিপি খানি।

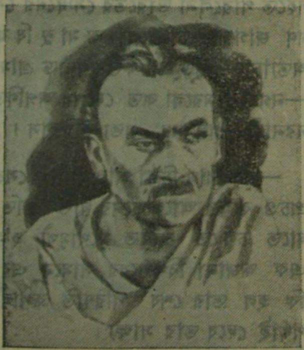

ওরেয়িণ্টাল ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্সের
পরিবেশনায়ঃ—

বেঙ্গল ফিল্মসের ঃ—

“রামপ্রসাদ”

রূপলেখা পিকচার্সের ঃ—

আবর্ত

প্রস্তুতির পথে—

বেঙ্গল ফিল্মসের—
দ্বিতীয় অবদান

চিত্রাঙ্গদা

পূর্ব্বাচল প্রোডাকশনের—

“[redacted]”

শেষ সংগ্রাম

বেঙ্গল হোসিয়ারী মিল।
৯০।১ হাজরা রোড্
কালিঘাট।

★ ★ ★

সুলভ সুদৃশ্য ও টেকসই অন্তর্পরিচ্ছদের
অদ্বীতিয় প্রস্তুত কারক।

☆ ☆ ☆

আমাদের বিখ্যাত "ওয়ার্ম কুল" ভেলভেটীন,
গোল্ডফ্লিস্, সিল্কটাচ্ প্রভৃতি গেঞ্জি
ব্যবহার করিয়া সকলে এক
বাক্যে ঐ কথাই বলিয়া
থাকেন।

●

ওরিয়েন্টাল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্সের তরফ হইতে শ্রীনিগমানন্দ প্রচার সচিব কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬নং, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।